লিখছেন অরবিন্দ রায় ...

১৫ নভেম্বর ২০২০

*এই পক্ষের বিশেষ কলাম :*

*বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ*

কথায় বলে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। বোঝা যায়, বাঙালির প্রকৃতির মধ্যেই উৎসবের একটা আঁচ রয়েছে।বাঙালি আজও উৎসবমুখর থাকতেই ভালোবাসে। আনন্দস্রোতে ভাটা পড়েনি, কারণ বাঙালি উৎসব প্রিয় জাতি । উৎসব কেবল মানব সম্মিলনের আনন্দ দেয় না, প্রাণের স্ফূরণ ঘটিয়ে শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে সতেজ রাখে, দেয় নব নব কর্মপ্রেরণা। উৎসবকে কেন্দ্র করে মানুষের সৃজনশীলতারও নানা প্রকাশ ঘটে।

আমাদের পার্বণগুলি কি সকল বাঙালিকে নিয়েই? না বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষজনকে নিয়েই? অনেকেই সমস্বরে বলে উঠবেন, উৎসব তো মূলত ধর্ম কেন্দ্রিক একটি বিষয়। এক এক ধর্মের এক এক উৎসব। পার্থক্য তো থাকবেই। অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাঙালির উৎসব সকলের মিলনের কথা বলে না। এদিকে আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ! সেই তেরো পার্বণে হাজারো রকম গণ্ডীবদ্ধ গোষ্ঠীগত আনন্দের উদযাপন। সেই নিয়েই আমাদের যাবতীয় উৎসাহ উদ্দীপনা আপন আপন গোষ্ঠীবদ্ধ মন ও মানসিকতায়। যে মানসিকতায় সমগ্র বাংলা ও সকল বাঙালির কোন স্থান নাই।

বাংলার ইতিহাস বর্ণভেদের ইতিহাস। বস্তুত সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসই বর্ণভেদেরই ইতিহাস। এই বর্ণভেদই বাংলার সমাজকে শ্রেণী বিভক্ত করে রেখেছে আবহমান কালব্যাপি। সব পার্বণগুলির আগাগোড়া ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সবকিছুরই উৎপত্তি বর্ণভেদের সংস্কৃতি থেকে। এই বর্ণভেদই বাংলার আবহমান সমাজ বাস্তবতার মূল চালিক শক্তি। এই বর্ণভেদই বাংলার সমাজকে শ্রেণী বিভক্ত করে রেখেছে আবহমান কালব্যাপী। আর সেই শ্রেণী বিভক্ত বাংলার সমাজ বাস্তবতায় এক এক শ্রেণীর উৎসবে পার্বণে ব্রাত্য থেকে যায় অন্যেরা। গোষ্ঠীবদ্ধ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ চেতনায় খণ্ডিত উৎসবে!

তাই আজ যদি প্রশ্ন ওঠে বাঙালির জাতীয় উৎসব কোনটি; তার উত্তর দেওয়া সম্ভব কি? না বাঙালির কোন জাতীয় উৎসবই নাই।দূর্গোৎসবের বিশেষ গরীমা। যা একান্তই বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। এই যে নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়, তা কি সকল বাঙালির দৃষ্টিতেই এক? এক এক সম্প্রদায় এক এক গোষ্ঠী এক এক শ্রেণীর বাঙালির চেতনায় বাঙালির সংস্কৃতির পরিচয় ভিন্ন।

সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে কালের নিয়মে অধিকাংশ বাঙালিরই উৎসব ঈদ। বাংলার সমাজে হিন্দুর সংস্কৃতি, মুসলিমের সংস্কৃতি, উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি, নিম্নবর্ণের সংস্কৃতি, ধনীর সংস্কৃতি, নির্ধনের সংস্কৃতি, প্রত্যেকটি পরস্পর ভিন্ন। ভিন্ন তাদের উৎসব ও উৎসবের প্রকরণও। আর সেই করাণেই বাঙালির জাতীয় উৎসব বলে কোন একটি উৎসবকেই নির্দিষ্ট করে বেছে নেওয়ারও উপায় নাই। কোন কালেই ছিল না।উৎসবও ছিল মূলত বর্ণহিন্দুদের উৎসব। উৎসব দালানের ত্রিসীমানায় প্রবেশাধিকারও ছিল না অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষজনদের। নিম্নবর্ণের ছোঁয়ার বা ছায়পাতেও অশুদ্ধ হয়ে যেত বর্ণহিন্দুদের সেই দূর্গোৎসবের আনন্দ। হ্যাঁ এটাই ছিল অতীতের বাঙালি সংস্কৃতি।

বর্তমান যুগে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও সেই প্রাচীর আজও রয়ে গিয়েছে। কোন উৎসবই এখনো বর্ণভেদের প্রাচীর টপকাতে পারেনি। সকলেই সকলের সাথে সমান আনন্দে সামিল হতে পারে না। ঈদের উৎসবে সামিল হয় না বাঙালি হিন্দু সমাজ। ধনীর উৎসবে নির্ধনেরা ব্রাত্য। আজও সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষজনের সাথে একাসনে বসে  উৎসব উদযাপন করার কথা ভাবতে পারি না আমরা, যারা নিজেদের শিক্ষাদীক্ষার বহর নিয়ে সর্বক্ষণই শ্লাঘা বোধ করি। এইটাই বাঙালিত্ব!

(C) Ishan Kotha